এমপিও শিক্ষকদের বদলি নীতিমালায় বৈষম্য

মাহবুবুর রহমান
২৯ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির দাবি বহুদিনের। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি সরকার সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বদলি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ জুন মাসে কারিগরি পর্যায়ের বদলি নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছে, এর আগে সাধারণ ও মাদরাসা পর্যায়ের নীতিমালাও আলাদাভাবে জারি করা হয়েছিল।

তবে এই তিনটি নীতিমালার বিশ্লেষণে দেখা গেছে- এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বৈষম্য, নীতিগত অসামঞ্জস্যতা এবং বাস্তবতাবর্জিত কিছু ধারা। একই সঙ্গে একটি গুরুতর অসংগতি হলো- এই নীতিমালাগুলো কেবল NTRCA-এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য; অথচ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্য শিক্ষকদের জন্য কোনো বদলির সুযোগ রাখা হয়নি। এটি সরাসরি এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, যা পেশাগত ন্যায়বোধ ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

ইতোমধ্যে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদরাসার জন্য যে নীতিমালা জারি করা হয়েছে, তা আংশিক দাবি পূরণ করেছে; কিন্তু পাশাপাশি বৈষম্যকে আরও গভীর করেছে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে বেসরকারি শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ও মনোবল হ্রাস করবে।

সরকার সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য পৃথক বদলি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

ষ কারিগরি শিক্ষায় বদলির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বোচ্চ তিনবার বদলির সুযোগ রয়েছে।

ষ সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষায় নারীদের জন্য তিনবার ও পুরুষদের জন্য মাত্র দুবার বদলির সুযোগ রাখা হয়েছে।

ষ কারিগরিতে বদলির ক্ষেত্রে জেলা বা বিভাগের বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সাধারণ ও মাদরাসায় শুধু নিজ জেলা বা বিভাগের মধ্যে বদলি করা যাবে।

ষ কারিগরিতে প্রতি প্রতিষ্ঠানে বছরে সর্বোচ্চ দুজন শিক্ষক বদলি হতে পারেন, অথচ সাধারণ ও মাদরাসায় একজনের বেশি বদলি অনুমোদিত নয়।

ষ কারিগরি নীতিমালায় জ্যেষ্ঠতা, দূরত্ব, স্বামী-স্ত্রীর কর্মস্থলকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হলেও সাধারণ ও মাদরাসায় প্রথমে নিজ জেলা বা বিভাগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

ষ সবচেয়ে অস্বস্তিকর বৈষম্য হলো- কারিগরিতে বদলি হয়ে আসা শিক্ষক নতুন প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে জুনিয়র হিসেবে গণ্য হবেন, অথচ সাধারণ শিক্ষায় আগের জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে।

এই ভিন্নতা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে সমতার চর্চা ও ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তাই এখনই উপযুক্ত সময়- একটি একক, অভিন্ন ও সর্বজনীন বদলি নীতিমালা অবিলম্বে প্রণয়ন করার।

একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দুজন শিক্ষক- দুজনই নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, দায়িত্ব পালন করছেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখছেন। অথচ শুধু নীতিগত অসামঞ্জস্যতার কারণে একজন বদলির সুযোগ পাচ্ছেন, অপরজন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটি শুধু অবিচার নয়, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ও পেশাগত অসন্তোষের জন্ম দেয়। সর্বজনীন বদলিব্যবস্থা চালু থাকলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি ক্ষমতাবান হন। অনেক সময় দেখা যায়- দীর্ঘদিন এক এলাকায় কর্মরত শিক্ষক স্থানীয় রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা পরিচালনা পর্ষদের প্রভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়েন। আবার কিছু শিক্ষক নিয়মভঙ্গ করলেও প্রতিষ্ঠানপ্রধান পরিচালনা পর্ষদের চাপে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

এই পরিস্থিতিতে সর্বজনীন বদলিব্যবস্থা থাকলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দায়িত্বশীলদের হাতে একটি কার্যকর প্রশাসনিক হাতিয়ার থাকবে। এমনকি কোনো প্রতিষ্ঠানপ্রধান যদি নিজেই স্বার্থবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত বা অনিয়মে জড়িত হন, তা হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধেও বদলির ব্যবস্থা নিতে পারবে- যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সবাই এক জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতায় থাকলেও তিন পর্যায়ে আলাদা নীতিমালা- এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু এনটিআরসিএ-নিয়োগপ্রাপ্ত ছাড়া অন্যদের বাদ দিয়ে বদলির সুযোগ সীমিত রাখাও এক প্রকার বঞ্চনা। বদলি নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়ে সমন্বয় জরুরি-

১. নারী-পুরুষ সমান সুযোগ।

২. সব এমপিওভুক্ত শিক্ষক অন্তর্ভুক্তি (সর্বজনীনতা ও অভিন্নতা)।

৩. জেলা-সীমাবদ্ধতা তুলে দেওয়া।

৪. জ্যেষ্ঠতা, পারিবারিক দূরত্ব, স্বামী-স্ত্রীর কর্মস্থল বিবেচনায় মানদণ্ড নির্ধারণ।

৫. বদলিকৃত প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা।

৬. প্রশাসনিক বা নৈতিক কারণে বদলির সুযোগ রাখা।

বর্তমান বদলি নীতিমালাগুলো শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে এখনও ঘাটতি রেখেছে, বরং কিছু ক্ষেত্রে বিভাজন ও বৈষম্যের অনুভূতি আরও তীব্র হয়েছে। এখন সময় এসেছে- একটি একক, অভিন্ন, সর্বজনীন, বাস্তবমুখী ও শিক্ষকবান্ধব বদলি নীতিমালা প্রণয়ন করার, যা শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্ব ফিরিয়ে আনবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বদলি হতে হবে কেবল সুযোগ নয়- প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক হাতিয়ার। এটি কেবল শিক্ষকদের জন্য নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যও অপরিহার্য।

মো. মাহবুবুর রহমান : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ফরিদপুর সিটি কলেজ